তারিখ 15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাধাটা কোথায়

অনেক গৌরবের সাক্ষী এদেশের ছাত্রসমাজ। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন হইতে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ অবধি স্বাধীনতার পথে জাতি হিসাবে আমাদের যে-স্বপ্নযাত্রা তাহার পতাকা বহন করিয়াছে প্রধানত অকুতোভয় ছাত্ররাই। দুর্গম সেই পথযাত্রায় সকল দুর্যোগ-দুর্বিপাকে জীবনপণ করিয়া তাহারাই আগাইয়া আসিয়াছে। ভয়কে জয় করিয়াছে। সাহস জোগাইয়াছে সমগ্র জাতিকে। আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু বার বার অকুণ্ঠচিত্তে ছাত্রসমাজের সেই ভূমিকার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা সুবিদিত যে, তিনি নিজেও উঠিয়া আসিয়াছিলেন ছাত্র রাজনীতির স্বর্ণপ্রসবিনী সেই ক্ষেত্র হইতে। এমনকি বিভাগোত্তরকালেও ছাত্র-রাজনীতির মাঠে যে সোনার ফসল ফলিয়াছে— তাহার সুফল আমরা এখনো ভোগ করিতেছি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। তবে এই ফসল যে আপনাআপনি ফলে নাই—তাহাও সুবিদিত। ইহার পিছনে তৎকালীন নেতৃত্ব ও আদর্শের যেমন প্রণোদনা ছিল, তেমনি ছিল নির্বাচিত ছাত্র সংসদগুলির অসামান্য ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসুকে যে এদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের সূতিকাগার বলা হয়— তাহা অকারণে নহে। দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদের ক্ষেত্রেও কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য।

দীর্ঘ দুই যুগ ধরিয়া সেই ক্ষেত্রটি কেন যে পতিত-পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে— তাহা এক বিস্ময়ই বটে। ইহা লইয়া বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু কোনো সদুত্তর মিলে নাই। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন খুবই জোরালো ভাষায়। তিনি বলিয়াছেন যে গত ২৪ বৎসর ডাকসুর নির্বাচন হয় না। অথচ নির্বাচনী প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিলে এই সময়ে ৪৮ জন নেতা তৈরি হইত। ইতিবাচক ছাত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নাই বলিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। সাবেক এই ছাত্রনেতা যাহা বলিয়াছেন তাহার যথার্থতা বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নাই। কিন্তু যে-প্রশ্নটি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে তাহা হইল, ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না কেন? কী কারণে কিংবা কাহার নির্দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া আছে— বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কখনোই তাহা খোলাসা করেন নাই। তবে কানাঘুষা হইল, নীতিনির্ধারক মহলে এমন একটি ভয় আছে যে, বিগত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্র রাজনীতির যেই হাল দেখা যাইতেছে— নির্বাচন হইলে তাহা আরও লাগামহীন হইয়া উঠিতে পারে। অশান্ত হইয়া উঠিতে পারে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। বলা বাহুল্য, দীর্ঘদিনের এই আশঙ্কার সহিত সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে সদ্য সমাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতাও।

সদিচ্ছা থাকিলে বিদ্যমান যাবতীয় উদ্বেগ-আশঙ্কাকে আমলে লইয়াও ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা সর্বজনবিদিত যে বদ্ধ জলাশয়ই মশার বংশবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে, বেগবান নদী নহে। তাই মন্ত্রীর সহিত একমত হইয়া বলা যায় যে ছাত্ররাজনীতিতে সেই বেগ ও প্রবহমানতা সঞ্চার করিতে হইলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই।